হিরন্দ্র কুমার

বনাম

এলাহাবাদ উচ্চ আদালত এবং আরেকজন

(২০১৮ সালের ১৩৪৩ নং রিট পিটিশন)

২৯শে জানুয়ারি, ২০১৯

[ডি.আর. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূদ এবং হেমন্ত গুপ্ত, বিচারপতিদ্বয়]

উত্তর প্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা বিধিমালা, ১৯৭৫ : বিধি ৮, ১২ – বিরোধিতা করা হয়েছে **–** *বিধি ৮(১) অনুযায়ী, উচ্চ আদালত সময়ে সময়ে, তবে সর্বশেষ নিয়োগের তিন বছরের মধ্যে, নিয়োগের জন্য গৃহীতব্য কর্মকর্তার সংখ্যা নির্ধারণ করবে – বিধি ১২ অনুযায়ী, সর্বনিম্ন বয়সসীমা ৩৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ বছর নির্ধারিত – উত্তর প্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা -তে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় – আবেদনকারীরা আবেদন করেন – বয়সের কারণে অযোগ্য ঘোষণা করা হয় – বিধি ৮(১) ও ১২-এর সাংবিধানিক বৈধতা বিরোধিতা করা হয়েছে এই মর্মে যে, এই বিধিগুলির কারণে, যারা সর্বশেষ নিয়োগ ও বর্তমান নিয়োগের মাঝামাঝি তিন বছরের ব্যবধানে নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন, তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন – এছাড়াও, মালিক মজহার সুলতান মামলায় বিচারিক পরিষেবায় শূন্যপদ পূরণের জন্য বার্ষিক সময়সূচি নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে দাবি করা হয়েছে যে, উচ্চতর বিচারিক পরিষেবায় শূন্যপদ প্রতি বছর পূরণ করা উচিত –রায়: বিধি ৮-এর সাংবিধানিক বৈধতা এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ "সুরাজ বলি সিংহ" মামলায় সমর্থন করেছিল, যার বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতির আবেদন প্রত্যাহার করা হয় – বিধি ১২-এর বৈধতা এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের অন্য একটি বিভাগীয় বেঞ্চ "সঞ্জয় আগরওয়াল" মামলায় সমর্থন করেছিল – যেকোনো নির্ধারিত সীমা বা বয়সসীমার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার স্বেচ্ছাচারিতা আপাতদৃষ্টিতে দেখা দিতে পারে, কারণ সীমার ভুল পাশে থাকা কোনো প্রার্থী সেই কারণে বাদ পড়তে পারেন – তবে, শুধুমাত্র এই কারণেই নির্ধারিত সীমাকে স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না – বিধির বৈধতা নির্ধারণে ব্যক্তিগত কষ্টের উদাহরণকে ভিত্তি করা যায় না, কারণ সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য নীতিমালার প্রয়োগে এই ধরনের কষ্ট অনিবার্যভাবে ঘটে থাকে – আরও উল্লেখযোগ্য যে, মালিক মজহার সুলতান মামলার নির্দেশনা কোনো প্রার্থীর জন্য নির্বাচনের দাবিযোগ্য অধিকার সৃষ্টি করে না বা বিধিমালার লঙ্ঘন করে বয়সের ক্ষেত্রে শিথিলতা দাবি করার অধিকার প্রদান করে না – সুতরাং, বিধি ৮ ও ১২-এর সাংবিধানিক বৈধতা বিরোধিতাে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই –আবেদনকারীরা পূর্বে বয়সসীমার মধ্যে থাকা অবস্থায় উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন।*

তাদের সেই চেষ্টায় সফল না হয়ে, বিধিমালায় শিথিলতা আনার জন্য বা বিধিমালাকে বিরোধিতা জানাতে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার প্রচেষ্টা ভ্রান্ত – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৪২, ২৩৩(২)।

সেবা আইন – নির্বাচন – বয়সসীমা/শেষ তারিখ – বিরোধিতা – রায়: শেষ তারিখ বা বয়সসীমা নির্ধারণের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রক অধিকার প্রয়োগ করে, তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি আনুষঙ্গিক ক্ষমতা – কোনো শেষ তারিখকে স্বেচ্ছাচারী ও সংবিধান পরিপন্থী (অতি বিধিবহির্ভূত) বলা তখনই সম্ভব, যদি তা কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছাড়াই নির্ধারিত হয় অথবা তা এতটাই অসংগতিপূর্ণ হয় যে তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-র লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয় – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৪।

উত্তরপ্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা বিধিমালা, ১৯৭৫-এর বিধি ৮(১) অনুসারে বলা হয়েছে যে, সময়ে সময়ে, তবে সর্বশেষ নিয়োগের তিন বছরের মধ্যে, উচ্চ আদালত নিয়োগের জন্য গ্রহণযোগ্য কর্মকর্তার সংখ্যা নির্ধারণ করবে। ১৯৭৫ সালের বিধিমালার বিধি ১২ অনুসারে, সর্বনিম্ন বয়সসীমা ৩৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ বছর নির্ধারিত হয়েছে (যা তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তিন বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য)। উত্তরপ্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবায় (ইউ.পি.এইচ.জে.এস.) সরাসরি নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। আবেদনকারীরা আবেদন করেন, কিন্তু বিধি ১২-তে নির্ধারিত বয়সসীমার সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকার কারণে তাদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। আবেদনকারীরা একাধিক রিট আবেদনের মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট আপিলকারী কর্তৃক দেউয়ানি আপিল নং ১২৬২/২০১৯-এর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের বিধিমালার বিধি ৮(১) ও ১২-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে বিরোধিতা করেন।

রিট আবেদনসমূহ এবং আপিল খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১.১ মালিক মজহার সুলতান মামলায় যেসব নির্দেশনা জারি হয়েছে, তা সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এলাহাবাদ উচ্চ আদালত ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে চলেছে, যা এই আদালত পর্যালোচনা করে নির্দেশনার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করছে। মালিক মজহার সুলতান মামলার নির্দেশনার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জেলা বিচার বিভাগে শূন্যপদ দীর্ঘ সময় ধরে খালি না থাকে, যাতে বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা ব্যাহত না হয়। একই সঙ্গে, আদালত সচেতন ছিল যে প্রতিটি উচ্চ আদালতের নিজস্ব নিয়োগবিধি রয়েছে। এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়েই, জারিকৃত নির্দেশনাসমূহের সাধারণ বাস্তবায়ন অব্যাহতভাবে তদারকি করা হচ্ছে। মালিক মজহার সুলতানের নির্দেশনাসমূহ জেলা বিচার বিভাগে শূন্যপদের সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে।

এই নির্দেশনাগুলি সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উচ্চতর বিচারিক পরিষেবায় (এইচ.জে.এস.) নিয়োগ সম্পর্কিত প্রচলিত বিধিসমূহকে অগ্রাহ্য করে না, এবং এগুলি কোনো প্রার্থীর পক্ষে নিয়োগের জন্য অধিকার সৃষ্টি করে না কিংবা বিধিমালার পরিপন্থীভাবে বয়সসীমা শিথিল করার দাবির পক্ষে বলবৎযোগ্য কোনো অধিকার সৃষ্টি করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বিধিমালা কার্যকর রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থীকে যোগ্যতা অর্জনের জন্য নির্ধারিত বয়স ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করতেই হবে, যা বিধিতে নির্ধারিত রয়েছে।

১.২) উত্তরপ্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা বিধিমালা, ১৯৭৫-এর বিধি ৮ ও ১২ উভয়ের বৈধতা এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে পর্যালোচিত হয়েছে। *সুরাজ বালি সিং* মামলায় বিধি ৮-এর সাংবিধানিক বৈধতা সমর্থন করা হয়েছে। *সুরাজ বালি সিং* মামলার রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিশেষ অনুমতি আবেদন (এস.এল.পি.) প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অপর এক বিভাগীয় বেঞ্চ *সঞ্জয় আগরওয়াল* মামলায় বিধি ১২-এর বৈধতা সমর্থন করেছে।

১.৩) শেষ তারিখ বা বয়সসীমা নির্ধারণের ক্ষমতা নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর যে নিয়ন্ত্রক কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করে, তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো নির্দিষ্ট শেষ বা বয়সসীমা নির্ধারিত হলে, তাতে কিছুটা খামখেয়ালিপনার ছাপ থাকতে পারে, কারণ তার সীমার বাইরে অবস্থানরত কোনো প্রার্থী সেই অনুযায়ী বাদ পড়তে পারেন। তবে শুধুমাত্র এই কারণে নির্ধারিত শেষকে খামখেয়ালি বলা যায় না। কোনো শেষকে খামখেয়ালি ও সংবিধানবহির্ভূত (অতিএতিধিকারভুক্ত) ঘোষণা করতে হলে, সেটি এমনভাবে নির্ধারিত হতে হবে, যাতে এটি সম্পূর্ণভাবে কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছাড়াই নির্ধারিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় অথবা এটি এতটাই অযৌক্তিক যে তা সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের সিদ্ধান্তে উপনীত করে।

১.৪) আবেদনকারীরা এবং আপিলকারী এই আদালতের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যেন আদালত সেই তারিখ পরিবর্তন করে দেয়, যার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৮ বছর হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয়। তবে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ আদালতের পক্ষে অনুমোদনযোগ্য নয়। বিধি ১২-তে সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৪৫ বছর নির্ধারিত হয়েছে (তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ ৪৮ বছর)। বিধি অনুসারে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী বছরের প্রথম দিনের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করা হয়। যদি আবেদনকারীদের ইচ্ছামত সেই সংশ্লিষ্ট তারিখ পূর্ববর্তী সময়ে সরিয়ে আনা হয়, তবে এটি সত্য যে, যারা বিধি ১২ অনুসারে সর্বোচ্চ বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন, তারা কিছুজন যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন।

তবে, আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী তারিখে যেসব প্রার্থী এখনও সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর অর্জন করেননি, কিন্তু বর্তমান বিধির অধীনে সেই বয়সে পৌঁছেছেন, তাঁদের উপর প্রভাব ফেলবে। বিধির বৈধতা নির্ধারণ ব্যক্তিগত দুর্ভোগের ঘটনাগুলোর উপর নির্ভর করতে পারে না, কারণ সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য কোনো নীতির প্রয়োগে ব্যক্তিগত কষ্ট অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়। মূলত, শেষ তারিখ নির্ধারণ নীতিগত বিষয়ে পড়ে। বিচারিক পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগে আদালত এই কার্যক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। এটি পরিষ্কারভাবে বিধিনির্মাণকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব, যারা বিধি প্রণয়নের সময় এই কার্য সম্পাদন করে।

১.৫) বৈষম্যের অভিযোগে কোনো সারবত্তা নেই। আইনজীবীর সাত বছরের অনুশীলনের শর্ত পূরণ করেছেন কি না, তা নির্ধারণের জন্য শেষ তারিখ ধরা হয়েছে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ। অপরদিকে বয়স-সংক্রান্ত যোগ্যতা পূরণে নির্ধারিত শেষ তারিখ হলো সেই বছরের পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন, যে বছরে আবেদনপত্র আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই উভয় শেষ তারিখ পৃথক পৃথক শর্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সাত বছরের অনুশীলনের শর্তটি সংবিধানের ২৩৩(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ৪৫ বছর বা সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৮ বছরের বয়সসীমা নির্ধারণ করার বিষয়টি এইচ.জে.এস.-এ নিয়োগের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে থাকা বিবেচনার অধিকার অনুসরণেই করা হয়েছে।

১.৬) একই কারণে, ন্যায়িক সেবা (ন্যায়িক সেবা নিয়ন্ত্রণকারী বিধিমালা) এবং উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা-সংক্রান্ত বিধিমালার মধ্যকার বাহ্যিক তুলনার ভিত্তিতে বৈষম্য বা খামখেয়ালিপনার কোনো ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। এই দুটি বিধিমালা পৃথক দুটি ক্যাডারকে নিয়ন্ত্রণ করে। পৃথক পৃথক ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী দুটি বিধিমালার তুলনার ভিত্তিতে বৈষম্যের অভিযোগ তোলা যায় না। বিধি ৮ এবং ১২-এর সাংবিধানিক বৈধতা বিরোধিতা করার কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি নেই।

সন্দিপ গুপ্তা বনাম এলাহাবাদ হাইকোর্ট (রেজিস্ট্রার জেনারেল মারফত) মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে রায় (রিট পিটিশন (দেউয়ানি) নং ৫৯৪/২০১৬) – এই মামলাটি বর্তমান প্রসঙ্গ থেকে পৃথক।

সুরজ বলি সিং বনাম এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল – এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রায়, রিট আবেদন নম্বর ২০৭০৮, ২০১২ ; সঞ্জয় আগরওয়াল বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (২০০৭) ৩ ইউ.পি.এল.বি.ই.সি. ২৫৫৮ – অনুমোদিত।

ডঃ অমি লাল ভাট বনাম রাজস্থান রাজ্য ও অন্যান্যরা (১৯৯৭) ৬ এস.সি.সি সংগ্রহ ৬১৪ : [১৯৯৭] ১ অতিরিক্ত এস.সি.আর. ৫৪৩ ; বিহার রাজ্য বনাম রামজি প্রসাদ (১৯৯০) ৩ এস.সি.সি সংগ্রহ ৩৬৮ : [১৯৯০] ২ এস.সি.আর. ৪৬৮ ; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম সুধীর কুমার জয়সওয়াল (১৯৯৪) ৪ এস.সি.সি সংগ্রহ ২১২ ; ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম শিববচন রাই (২০০১) ৯ এস.সি.সি সংগ্রহ ৩৫৬ ; বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বনাম রমেশ চন্দ্র আগরওয়াল (২০০৯) ৩ এস.সি.সি সংগ্রহ ৩৫ : [২০০৮] ১৭ এস.সি.আর. ১৩৭৮ – উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভর করা হয়েছে।

দিল্লি পরিবহন নিগম বনাম ডিটিসি মজদুর কংগ্রেস (১৯৯১) সম্পুরক ১ এস.সি.সি সংগ্রহ ৬০০ : [১৯৯০] ১ অতিরিক্ত এস.সি.আর. ১৪২ ; গৌরী শঙ্কর প্রসাদ বনাম এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল – এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রায়, রিট আবেদন নম্বর ১৩৩০৯ / ২০১৮ ; মালিক মাজহার সুলতান বনাম উত্তর প্রদেশ লোকসেবা কমিশন (২০০৮) ১৭ এস.সি.সি সংগ্রহ ৭০৩ – উল্লেখ করা হয়েছে।

[১৯৯০] ১.এসসিআর ১৪২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮-এ
(২০০৮) ১৭ এসসিসি ৭০৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯-এ
[১৯৯৭] ১ সাপ্ল. এসসিআর ৫৪৩	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২-এ
(২০০৭) ৩ ইউপিএলবিইসি ২৫৫৮	অনুমোদন করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২-এ
[১৯৯০] ২ এসসিআর ৪৬৮	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২-এ
(১৯৯৪) ৪ এসসিসি ২১২	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২-এ
(২০০১) ৯ এসসিসি ৩৫৬	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২-এ
[২০০৮] ১৭ এসসিআর ১৩৭৮	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২-এ

দেওয়ানী মূল / আপীল এক্তিয়ার: রিট পিটিশন (দেউয়ানি) নং ১৩৪৩ এর ২০১৮।

ভারতীয় সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে।

সঙ্গে

দেউয়ানি আপীল নং ১২৬২ এর ২০১৯, রিট পিটিশন (নাগরিক) নং ১৩৮২ অব ২০১৮।

বিবেক সিংহ, স্বস্তিক দলাই, অভাস কুমার, সানি চৌধুরী, সুশ্রী প্রীতিকা দ্বিবেদী, আইনজীবীগণ উপস্থিত পক্ষসমূহের পক্ষে।

'আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল

১) বিশেষ অনুমতি আবেদন (এসএলপি)(নাগরিক) নং ১৫৭০৪ এর ২০১৮-তে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

২) এই মামলাগুলির ধারাবাহিকতায় রয়েছে দুটি রিট পিটিশন সংবিধানের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে এবং একটি বিশেষ অনুমতি আবেদন সংবিধানের ১৩৬ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে।

৩) এই কার্যধারায় ১৯৭৫ সালের উত্তর প্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা বিধিমালার বিধি ৮(১) ও ১২-এর সাংবিধানিক বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বিধি ৮ ও ১২ নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

"৮) নিয়োগের জন্য নির্ধারিত সংখ্যাঃ

(১) আদালত সময়ে সময়ে, তবে শেষ নিয়োগের তারিখ থেকে সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে, বিদ্যমান শূন্যপদ ও পরবর্তী দুই বছরে সম্ভাব্য শূন্যপদ বিবেচনায় রেখে নিয়োগের জন্য গ্রহণযোগ্য কর্মকর্তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

(২) যদি কোনো নির্বাচনে সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে কম হয়, তবে আদালত বিচারিক সেবা (ন্যায়িক সেবা) থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সংখ্যা তদনুযায়ী বাড়াতে পারে;

যতদূর না এই উপ-বিধির অধীনে পূরণকৃত শূন্যপদ পরবর্তী নিয়োগে সরাসরি নিয়োগের কোটার সংখ্যা নির্ধারণের সময় বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের কোটার শতাংশ বাড়ানো যেতে পারে; তবে এই শর্তে যে, কোনো অবস্থাতেই পরিষেবায় সরাসরি নিয়োগের শতাংশ ২৫% এর বেশি হবে না।

১২) বয়সঃ সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থীকে অবশ্যই ৩৫ বছর বয়স সম্পূর্ণ করতে হবে এবং ৪৫ বছর বয়স অতিক্রম করা চলবে না সেই জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনে, যা সেই বছরের পরবর্তী বছর পড়ে, যেদিন আবেদন আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়;

এই শর্তে যে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এবং সরকারের দ্বারা সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত অন্যান্য শ্রেণির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা তিন বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

৪) ১০ মে ২০১৮ তারিখে উত্তর প্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবায় সরাসরি নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। আবেদনকারীরা নির্বাচনের জন্য আবেদন করেন। গৌরী শঙ্কর প্রসাদ বনাম রেজিস্ট্রার জেনারেল, এলাহাবাদ উচ্চ আদালত মামলায় (৩) বিধি ৮(১)-এর বৈধতা এলাহাবাদ উচ্চ আদালতে বিরোধিতা করা হয়। ৩১ মে ২০১৮ তারিখের রায়ে, উচ্চ আদালতের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ লক্ষ্য করে যে, এই বিধিগুলিকে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রেজিস্ট্রার জেনারেল বনাম সুরজ বালী সিং (৪) মামলায় একটি সম-সমমানের বেঞ্চ ৮ মে ২০১৭ তারিখে বৈধ ঘোষণা করেছে। বিভাগীয় বেঞ্চ বাধ্যতামূলক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রায় দেয় যে, আবেদনকারী কোনো প্রকার স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী নন। উচ্চ আদালত আরও উল্লেখ করে যে, কিছুই আবেদনকারীকে ২০১২ ও ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়নি এবং তাই, ২০১৮ সালের বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী বয়স সীমা অতিক্রম করার বিষয়ে অভিযোগ করার অধিকার তাঁর নেই।

৫)এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রায় থেকে উদ্ভূত বিশেষ অনুমতি আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৮ জুন ২০১৮ তারিখে একটি অন্তর্বর্তী নির্দেশ জারি করা হয়, যেখানে আপিলকারীকে উচ্চতর বিচারিক পরিষেবার প্রাথমিক পরীক্ষা ও প্রধান পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। পরীক্ষার ফলাফল সিল করা খামে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৬) সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে করা মামলার আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, তাঁকে জুলাই ২০১৮ সালে প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রবেশপত্র প্রদান করা হয় এবং তিনি উত্তীর্ণ ঘোষিত হন। উচ্চ আদালত একটি প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে যারা যোগ্য নম্বর অর্জন করলেও পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণের অনুমতি পাননি। ওই তালিকায় আবেদনকারীর নাম ছিল, যিনি বয়সের সীমা অতিক্রম করার কারণে অযোগ্য ঘোষণা হন। আবেদনকারী উচ্চ আদালতে একটি আবেদন দাখিল করেন। প্রতিকার না পেয়ে, তিনি সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই মামলা করেন। আবেদনকারী একটি সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্ত, কিন্তু ৪৮ বছর বয়সের বাড়ানো সীমা অতিক্রম করেছেন। তাঁর জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি ১৯৭১।

৭) সংশ্লিষ্ট রিট আবেদনের (৬) আবেদনকারী সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। তিনিও প্রাথমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু ফলাফল ঘোষণার সময় জানানো হয় যে, তিনি বিধি ১২-এ নির্ধারিত বয়স সীমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নন।

হিরন্দ্র কুমার বনাম এলাহাবাদ উচ্চ আদালত এবং আরেকজন [ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

৬১৫

হিরান্দ্র কুমার এবং দেবী দয়াল সিংলা কর্তৃক দায়েরকৃত রিট আবেদনে বিধি ৮(১) ও ১২-এর সাংবিধানিক বৈধতা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। আজকে অনুমতি প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিশেষ অনুমতি আবেদনে বিধি ৮ ও ১২-এর বৈধতাও বিরোধিতা করা হয়েছে।

৮) আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত যুক্তিগুলির প্রথম অংশ নিম্নরূপভাবে গঠিতঃ

(i) বিধি ৮ অনুযায়ী, উচ্চ আদালতকে সর্বশেষ নিয়োগের তিন বছরের মধ্যে, বিদ্যমান ও আগামী দুই বছরে সম্ভাব্য শূন্যপদের ভিত্তিতে পরবর্তী নিয়োগের জন্য নিযুক্তব্য কর্মকর্তার সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে;

(ii) বিধি ৮ স্বীকৃতি দেয় যে, ইউপিএইচজেএস (উত্তর প্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা)-এ নিয়োগের ব্যবধান তিন বছর অতিক্রম করা উচিত নয়;

(iii) বিধি ১২ নির্ধারণ করে যে, সরাসরি নিয়োগের জন্য একজন প্রার্থীর ন্যূনতম ৩৫ বছর বয়স অর্জিত হতে হবে এবং তিনি ৪৫ বছর অতিক্রম করতে পারবেন না, যেখানে বয়স নির্ধারণের ভিত্তি হবে সেই বছরের পরবর্তী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন, যে বছর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে;

(iv) বিধি ৮ ও ১২ বলবৎ হওয়ার ফলে, যেসব প্রার্থী সর্বশেষ নিয়োগ ও বর্তমান নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন, তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবেন;

(v) তিন বছরের ব্যবধানে বয়সসীমা অতিক্রমকারী প্রার্থীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারাবেন; এবং

(vi) এটি ভারতের সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিতকৃত রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানে ন্যায়সঙ্গত ও সমান আচরণের অধিকারের লঙ্ঘন গঠন করে। এই বিষয়ে দিল্লি পরিবহন সংস্থা বনাম ডিটিসি মজদুর কংগ্রেস মামলার রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

৯) উপস্থাপিত যুক্তির দ্বিতীয় অংশ নিম্নরূপঃ

(i) মালিক মাজহার সুলতান বনাম উত্তর প্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ("মালিক মাজহার সুলতান") মামলায় এই আদালতের রায় অনুযায়ী, জেলা বিচারক পদে এবং রাজ্যের বিচার বিভাগীয় পরিষেবায় নিয়োগের জন্য একটি সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে;

(ii) নির্ধারিত সময়সূচিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উচ্চতর বিচারিক পরিষেবার (এইচজেএস) শূন্যপদ প্রতিবছর পূরণ করতে হবে;

(iii) উত্তর প্রদেশ রাজ্যে, বিধি ৮-এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া তিন বছরের বেশি ব্যবধানে পরিচালিত হয় না;

(iv) উপরে বর্ণিত মালিক মাজহার সুলতান মামলায় নির্ধারিত সময়সূচি বাধ্যতামূলক; এবং

(v) বয়সের মানদণ্ড পূরণের নির্ধারক তারিখ সেই বছরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে, যে বছর নিয়োগ অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক, এবং অতএব, বিধি ১২ বলবৎ হওয়ার ফলে যারা সর্বোচ্চ বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন তাদের অযোগ্য ঘোষণা করা এই আদালতের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

১০) যুক্তির তৃতীয় অংশ হলো যে, সর্বোচ্চ ৪৫ বছর বয়সসীমা (অনগ্রসর শ্রেণী ও তফসিলিভুক্ত উপজাতির ক্ষেত্রে ৪৮ বছর) নির্ধারণ করা হয়েছে সেই বছরের পরবর্তী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনকে ভিত্তি করে, যে বছর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, এটি ইচ্ছাকৃত ও ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

১১) যুক্তির চতুর্থ অংশ হলো, বার কাউন্সিলে সাত বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন জমাদানের শেষ তারিখকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। অপরদিকে, বয়সসীমা ৩৫ বছর বা ক্ষেত্রমতে ৪৫ বছর নির্ধারণে সেই বছরের জানুয়ারির প্রথম দিনকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে, যে বছরের পর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এটি, দাবি করা হয়েছে, বৈষম্য সৃষ্টি করে।

১২) এই যুক্তির বিরোধিতা করে, উচ্চ আদালতের পক্ষে উপস্থিত প্রীতিকা দ্বিবেদী, বিজ্ঞ আইনজীবী, নিম্নলিখিত যুক্তি উপস্থাপন করেছেনঃ

(i) ১৯৭৫ সালের বিধিমালা একটি আইনগত চরিত্রের বিধি, এবং শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ইচ্ছাকৃত ও অযৌক্তিক বৈষম্যের ক্ষেত্রেই তা অসাংবিধানিক হিসেবে ঘোষণা করা যায়;

(ii) কোনো প্রার্থীর মৌলিক অধিকার নেই যে, সরাসরি নিয়োগের শূন্যপদ প্রতিবছর পূরণ করতে হবে। একজন প্রার্থীর অধিকার কেবলমাত্র এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যে, যেসব বিধিমালা বিদ্যমান রয়েছে, তার ভিত্তিতে নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবেন;

(iii) বিধি ৮(১) নির্ধারণ করে যে, নিয়োগ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত হবে, তবে সর্বশেষ নিয়োগের তারিখ থেকে তিন বছরের মধ্যে অবশ্যই তা হতে হবে। উচ্চ আদালত ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে এবং নিয়মিতভাবে এই আদালতে মালিক মাজহার সুলতান (উপরে উল্লিখিত) মামলায় প্রদত্ত নির্দেশাবলির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করছে। উচ্চ আদালত বিধি ৮-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কাজ করেছে;

(iv) যারা ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ববর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেননি অথবা অংশগ্রহণ করেও ব্যর্থ হয়েছেন, তারা তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের দাবি করতে পারেন না;

(v) মালিক মাজহার সুলতান (উপরে উল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, এই আদালতের পক্ষ থেকে সকল উচ্চ আদালতের প্রতি প্রতি বছর নিয়োগের সাধারণ নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট উচ্চ আদালতের নিজস্ব বিধিমালার অধীনেই প্রযোজ্য। যাহোক, এই সাধারণ নির্দেশাবলি কোনো প্রার্থীর কাছে কোনো বলবৎযোগ্য অধিকার সৃষ্টি করে না;

(vi) বিধি ৮-এর সাংবিধানিক বৈধতা উচ্চ আদালত সুরজ বালী সিংহ (উপরে উল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হয়েছে, যার বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অনুমতি আবেদনের আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে;

(vii) বিধি ১২-তে নির্ধারিত শর্ত যে, সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী ৪৫ বছর (তফসিলিভুক্ত জাতি/উপজাতির ক্ষেত্রে ৪৮ বছর) অতিক্রম করে থাকতে পারবেন না, যদি আবেদন আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি যে বছরে প্রকাশিত হয়েছে, তার পরবর্তী বছরের ১ জানুয়ারি তারিখে বয়স নির্ধারিত হয় — এই শর্তটি যুক্তিসঙ্গত;

(viii) নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের বিষয়টি এমন এক এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে, যা কোনো অধিকারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত গৌণ আইন প্রণয়নের অংশ। এই ধরণের বিধান বহুবার এই আদালত কর্তৃক বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছে, যার মধ্যে ডঃ অমি লাল ভাট বনাম রাজস্থান রাজ্য ও অন্যান্য মামলাও অন্তর্ভুক্ত;

(ix) বিধি ১২-এর বৈধতা এলাহাবাদ উচ্চ আদালত সঞ্জয় আগরওয়াল বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ("সঞ্জয় আগরওয়াল") মামলায় স্বীকৃত করেছে। অন্যান্য রাজ্য যেমন উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, রাজস্থান ও ওড়িশা কর্তৃক প্রণীত বিধিমালায়ও অনুরূপ বয়স নির্ধারণের বিধান বিদ্যমান;

১৩) প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত যুক্তিগুলো এখন বিচার বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে।

১৪) ১৯৭৫ সালের বিধিমালার বিধি ৬ অনুযায়ী, উত্তর প্রদেশ উচ্চতর বিচারিক পরিষেবায় (ইউ.পি.এইচ.জে.এস.) নিয়োগের বিভিন্ন উৎসের জন্য কোটার নির্ধারণ করা হয়েছে। মোট পদের ৭৫% পূরণ করতে হবে উত্তর প্রদেশ ন্যায়িক সেবা থেকে নির্বাচিত প্রার্থীদের দ্বারা। এই ৭৫% অংশে রয়েছে— (i) ৬৫% প্রার্থী, যারা দেউয়ানি বিচারপতি (প্রবীণ বিভাগ) পদমর্যাদার বিচারকদের মধ্যে মেধা-সহ-জ্যেষ্ঠতা এবং উপযুক্ততা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে নির্বাচিত; এবং (ii) ১০% প্রার্থী, যারা কমপক্ষে পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেউয়ানি বিচারপতি (প্রবীণ বিভাগ) পদমর্যাদার বিচারকদের মধ্যে সীমিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত। বাকি ২৫% প্রার্থী আইনজীবীদের মধ্য থেকে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

১৫) বিধি ৮(১) অনুসারে, উচ্চ আদালত নিয়মিতভাবে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তার সংখ্যা নির্ধারণ করবে, বর্তমান শূন্যপদ এবং পরবর্তী দুই বছরের সম্ভাব্য শূন্যপদ বিবেচনায় রেখে। তবে বিধি ৮-এর উপবিধি (২)-তে বলা হয়েছে, যদি সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার তুলনায় কম হয়, তাহলে আদালত ন্যায়িক সেবা থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের সংখ্যা অনুপাতিক হারে বাড়াতে পারে।

১৬) বিধি ১২ অনুযায়ী, সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থীর সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৪৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে, যা তফসিলিভুক্ত জাতি ও উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তিন বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এই বয়স সীমা নির্ধারিত হয়েছে সেই বছরের পরবর্তী ১ জানুয়ারির ভিত্তিতে, যে বছরে আবেদনপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

১৭) আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত যুক্তিটি মালিক মাজহার সুলতান (উপরে উল্লিখিত) মামলার এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। এই আদালত যখন উচ্চতর বিচারিক পরিষেবা এবং জেলা বিচার বিভাগের অন্যান্য স্তরে শূন্যপদ পূরণের সময়সূচি প্রণয়ন করেছিল, তখন এটি সচেতন ছিল যে সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেই নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিমালা চালু আছে। এই প্রেক্ষিতে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল—

"৫) আমরা অধস্তন আদালত এবং জেলা আদালতে যে শূন্যপদ সৃষ্টি হতে পারে, তা পূরণের জন্য সাধারণ নির্দেশনা এবং পালনযোগ্য সময়সূচি নির্ধারণ করার আগে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত সংশ্লিষ্ট রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিদ্যমান বিচারিক পরিষেবা বিধিমালার অনুসারে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। তবে আমরা এই বিষয়টি উল্লেখ করতে পারি যে, ধাপে ধাপে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করবে, আলোচনা করবে এবং একমত হতে পারে যে নিয়োগ প্রক্রিয়া উচ্চ আদালত নিজে অথবা উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে জনসেবা কমিশনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।"

মালিক মাজহার সুলতান (উপরিউক্ত)-এর মামলায় যে নির্দেশাবলি জারি করা হয়েছে, তা এই আদালত পর্যবেক্ষণ করছে। এলাহাবাদ উচ্চ আদালত ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করছে, যা এই আদালত দ্বারা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা, তা তদারকি করা হচ্ছে। মালিক মাজহার সুলতান (উপরিউক্ত)-এর মামলায় প্রদত্ত নির্দেশাবলির উদ্দেশ্য ছিল জেলা বিচারব্যবস্থায় শূন্যপদ দীর্ঘ সময় ধরে ফাঁকা না রেখে তা পূরণ করা, যাতে বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতা ব্যাহত না হয়। পাশাপাশি, আদালত সচেতন ছিল যে প্রতিটি উচ্চ আদালতের নিজস্ব নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিমালা রয়েছে। এই পটভূমিতে, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশাবলির বাস্তবায়ন ধারাবাহিকভাবে তদারকি করা হচ্ছে।

১৮) প্রকৃত বিষয় হলো, মালিক মাজহার সুলতান (উপরিউক্ত) মামলার সিদ্ধান্ত কি এমন কোনো অধিকার সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে কোনো প্রার্থী, যিনি উচ্চতর বিচারিক পরিষেবায় নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন, তিনি এই যুক্তিতে বয়সসীমার ছাড় দাবি করতে পারেন যে গত নিয়োগের তারিখ ও বর্তমান নিয়োগের মধ্যে তিনি নির্ধারিত বয়সসীমা অতিক্রম করেছেন?

১৯) মালিক মাজহার সুলতান (উপরিউক্ত)-এর মামলায় প্রদত্ত নির্দেশাবলি জেলা বিচারব্যবস্থায় শূন্যপদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রণীত হয়েছে। এই নির্দেশাবলি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহে উচ্চতর বিচারিক পরিষেবায় নিয়োগ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিমালাকে অগ্রাহ্য করে না, বরং কোনো প্রার্থীকে নিয়োগে নির্বাচিত হওয়ার বা বিধিমালার বিরুদ্ধাচরণ করে বয়সসীমায় ছাড় পাওয়ার কোনো বলবৎযোগ্য অধিকারও প্রদান করে না। যতক্ষণ না বিধিমালাগুলি বলবৎ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রার্থীকে যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত বয়স এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ করতেই হবে।

২০) এই মামলায় উত্থাপিত যুক্তি হলো, বিধি ৮-এ বর্ণিত "সর্বশেষ নিয়োগের তিন বছরের মধ্যে" নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার শর্ত এবং বিধি ১২-এ বর্ণিত সর্বোচ্চ বয়সসীমা সংবিধানবিরোধী ও ইচ্ছাকৃতরূপে প্রণীত। এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত রায়ে বিধি ৮ ও ১২-এর বৈধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিধি ৮-এর সাংবিধানিক বৈধতা সুরাজ বালি সিংহ (উপরিউক্ত) মামলায় নিশ্চিত করা হয়েছে। এই মামলায় এই আদালতের সামনে উত্থাপিত একই যুক্তি সেই রায়ে বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা বিবেচিত হয়েছে।

সুরাজ বালি সিংহ (উপরিউক্ত) মামলার রায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি আবেদন ৪ আগস্ট ২০১৭ তারিখে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। বিধি ১২-এর বৈধতা এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের আরেকটি বিভাগীয় বেঞ্চ সঞ্জয় আগরওয়াল (উপরিউক্ত) মামলায় নিশ্চিত করেছে।

২১) নির্ধারিত তারিখ সংক্রান্ত আইনগত নীতিমালা সুপ্রতিষ্ঠিত। কর্তৃপক্ষ যে নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রক অধিকার প্রয়োগ করে, তার অংশ হিসেবে নির্দিষ্ট সময়সীমা বা বয়সসীমা নির্ধারণ করার ক্ষমতা তাদের থাকে। যেকোনো নির্ধারিত সময়সীমা বা বয়সসীমার ক্ষেত্রে কিছুটা খামখেয়ালিপনা আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশ পেতে পারে, কারণ যেসব প্রার্থী নির্ধারিত সীমার বাইরে পড়ে যান, তারা বাদ পড়ে যেতে পারেন। তবে, কেবল এই কারণে বলা যায় না যে নির্ধারিত তারিখটি খামখেয়ালিপূর্ণ। কোনো নির্ধারিত সময়সীমাকে খামখেয়ালিপূর্ণ ও বিধি-বহির্ভূত ঘোষণা করতে হলে, তা এতটাই অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন হতে হবে যাতে এটা স্পষ্ট হয় যে তা কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছাড়াই নির্ধারিত হয়েছে বা তা এতটাই স্পষ্টতই অযৌক্তিক যে তা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-এর লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হয়।

২২) এই আদালতের একাধিক রায়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ডঃ আমি লাল ভাট বনাম রাজস্থান রাজ্য মামলায় এই আদালতের দুই সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চ রাজস্থান মেডিকেল সার্ভিসেস (কলেজিয়েট শাখা) বিধিমালা, ১৯৬২ এর বিধি ১১(১) নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত বিধিতে বলা হয়েছিল, সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থীকে এমন হতে হবে যে সে আবেদনপত্র গ্রহণের নির্ধারিত শেষ তারিখের পরবর্তী বছরের ১ জানুয়ারি তারিখে ৩৫ বছর পূর্ণ করেনি। নির্ধারিত সময়সীমা খামখেয়ালিপূর্ণ এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এই আদালত রায় দেন যে, কোনো পদে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন বয়সের শর্ত নির্ধারণে কর্তৃপক্ষের裁বিধিমালা প্রণয়নকারী সংস্থা বা নিয়োগকারী সংস্থার বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেন:

"৫. ... প্রথমত, কোনো পদে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ, নিজেই খামখেয়ালিপূর্ণ নয়। এটি মূলত বিধি প্রণয়নকারী সংস্থা বা নিয়োগকর্তার বিবেচনাধীন একটি বিষয়। স্বীকার করতে হবে যে এই ধরনের সময়সীমা এমন নির্ভুল গণনায় নির্ধারণ করা যায় না যা প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কষ্ট বা অসুবিধা এড়াতে পারে। একবার কোনো সময়সীমা নির্ধারণ হয়ে গেলে, কিছু মানুষ সেই সীমার সঠিক পাশে পড়বে এবং কিছু মানুষ ভুল পাশে। এই কারণে মাত্রই কোনো সময়সীমা খামখেয়ালিপূর্ণ হয়ে যায় না, যতক্ষণ না সেটি এতটাই লক্ষ্যচ্যুত যে তা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক হয়ে পড়ে।"

এই একই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য রায়েও গৃহীত হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো: (i) বিহার রাজ্য বনাম রামজী প্রসাদ ("রামজী প্রসাদ")।

(ii) ভারতের ইউনিয়ন বনাম সুধীর কুমার জয়সওয়াল ("সুধীর কুমার জয়সওয়াল") ; (iii) ভারতের ইউনিয়ন বনাম শিববচন রায় ("শিববচন রায়") ; এবং

(iv) বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বনাম রমেশ চন্দ্র আগারওয়াল ("রমেশ চন্দ্র আগারওয়াল")।

২৩) রামজী প্রসাদ (উপরোক্ত) মামলায়, রাজ্য সরকার সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এবং আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ হিসেবে ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৮ নির্ধারণ করেছিল। আবেদনকারীদের তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হতো। আবেদনকারীরা নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ করতে পারেননি, এই যুক্তিতে উক্ত সময়সীমাকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করে খামখেয়ালিপূর্ণ ও বিধি-বহির্ভূত হিসেবে বিরোধিতা করা হয়। এই আদালতের দুই সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চ উক্ত সময়সীমাকে বৈধ ঘোষণা করে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন:

"৮)এটি স্পষ্ট যে ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৮ তারিখ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার পূর্ববর্তী প্রথাই অনুসরণ করেছে এবং যদি উচ্চ আদালতের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট করা হতো, তবে আদালত হয়তো হস্তক্ষেপ করত না, কারণ তার হস্তক্ষেপটি এই ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে ছিল যে পূর্বতন প্রথা ছিল সংশ্লিষ্ট বছরের ৩০ জুনকে আবেদনের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা। পূর্ববর্তী রীতিনীতির বাইরে উচ্চ আদালত তার নির্বাচিত তারিখের জন্য অন্য কোনো যুক্তি উপস্থাপন করেনি। এই আদালতের দৃষ্টিতে, কোনো নির্ধারিত তারিখকে কেবলমাত্র এজন্য খামখেয়ালিপূর্ণ বলা যায় না যে তার পেছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই, যদি না এটি প্রমাণিত হয় যে সেটি ইচ্ছামত, খেয়ালখুশিভিত্তিক বা যুক্তির সম্পূর্ণ বাইরে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভর করে, যেমন: বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদের সংখ্যা, পদ পূরণের প্রয়োজনীয়তা, প্রার্থীর প্রাপ্যতা ইত্যাদি। কেউই এই দাবি করেননি যে উক্ত সময়সীমায় অভিজ্ঞ প্রার্থীরা পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপলব্ধ ছিলেন না। শুধুমাত্র এই কারণে যে, উত্তরদাতারা ও অন্য কয়েকজন ৩১ জানুয়ারির পরিবর্তে ৩০ জুন করলে যোগ্য হতেন, তা আগে নির্ধারিত তারিখকে খামখেয়ালিপূর্ণ বা অযৌক্তিক বলে গণ্য করার কোনো যুক্তি হতে পারে না।"

২৪) সুধীর কুমার জয়সওয়াল (উপরোক্ত) মামলায়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা/ভারতীয় বৈদেশিক পরিষেবা-তে নিয়োগের জন্য বয়স-সংক্রান্ত যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ হিসেবে প্রতি বছরের ১ আগস্ট নির্ধারিত ছিল।

প্রারম্ভিক পরীক্ষা সাধারণত প্রতিবছর ১লা আগস্টের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়। কর্তনের তারিখটি খামখেয়ালী এবং অতএব আইন-বহির্ভূত (অল্ট্রা ভাইরেস) এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ নিম্নরূপ রায় প্রদান করেন:

"৫) কখন কর্তনের তারিখ নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে, তা হোমস, বিচারপতির. লুইসভিল গ্যাস অ্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানি বনাম ক্লেল কোলম্যান [২৭৭ ইউএস ৩২ : ৭২ এল এড ৭৭০ (১৯২৭)] মামলায় মত প্রকাশ করে বলেন যে, যদি নির্ধারণটি "যেকোনো যুক্তিসঙ্গত সীমা থেকে অত্যন্ত দূরে" হয়, তবে সেটিকে খামখেয়ালী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। হোমস, বিচারপতির.-এর এই পর্যবেক্ষণকে অনুমোদন করে এই আদালতের একটি বেঞ্চ ভারত ইউনিয়ন বনাম পরমেশ্বরন ম্যাচের কাজ[(১৯৭৫) ১ এসসিসি ৩০৫ : এআইআর ১৯৭৪ এসসি ২৩৪৯]-এর (অনুচ্ছেদ ১০) মধ্যে উল্লেখ করে আরও বলেন যে, কোনো একটি তারিখ নির্ধারণকে সব সময় খামখেয়ালী বলা যায় না, এমনকি যদি নির্দিষ্ট কোনো কারণ উপস্থিত না থাকে, যতক্ষণ না প্রমাণিত হয় যে এটি পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাচারী বা খামখেয়ালী। আরও বলা হয় যে, যেখানে কোনো বিন্দু বা রেখা নির্ধারণ করতে হয়, সেখানে তা নির্ধারণের কোনো গাণিতিক বা যৌক্তিক পদ্ধতি নেই, এবং তাই আইনসভা বা তার প্রতিনিধির সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হবে, যতক্ষণ না বলা যায় যে এটি যেকোনো যুক্তিসঙ্গত সীমা থেকে অত্যন্ত দূরে।

৬) উপরিউক্ত সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করে ডি.জি. গাউস অ্যান্ড কোং. বনাম কেরালা রাজ্য [(১৯৮০) ২ এসসিসি ৪১০ : এআইআর ১৯৮০ এসসি ২৭১] মামলায়ও উদ্ধৃত করা হয়; তদ্রূপ বিহার রাজ্য বনাম রামজি প্রসাদ [(১৯৯০) ৩ এসসিসি ৩৬৮] মামলায়ও...

৭) এই প্রেক্ষিতে, উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, যখন কোনো আদালতকে এজাতীয় কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে বলা হয়, তখন কেবলমাত্র ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করা যায় না; শুধুমাত্র স্পষ্টত খামখেয়ালী ব্যবহারের ক্ষেত্রেই তা অবৈধ ঘোষণা করা যায়...

৮) ...কেন কর্তনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়নি, যদিও প্রারম্ভিক পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যা বিশেষ অনুমতি আবেদনের অনুচ্ছেদ ৩-এ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাখ্যার সারকথা হলো, প্রারম্ভিক পরীক্ষা শুধুমাত্র একটি বাছাই পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরগুলি মেধাক্রম নির্ধারণের জন্য গণ্য হয় না; বরং মেধাক্রম নির্ধারণের জন্য মূল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরই বিবেচ্য, যা এখনো ১লা আগস্টের পরে অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিস্থিতিতে, ১লা আগস্টকে কর্তনের তারিখ হিসেবে ধরে রাখা, যদিও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১লা আগস্টের পূর্বে প্রারম্ভিক পরীক্ষা চালু করেছে, তাকে "যেকোনো যুক্তিসঙ্গত সীমা থেকে অত্যন্ত দূরে" বা এতটাই খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারী বলা যায় না, যাতে বিচারিক হস্তক্ষেপের অনুমতি পাওয়া যায়।

২৫) শিববচন রায় (উল্লেখিত) মামলায়, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কেন্দ্রীয় হাঁস-মুরগি প্রজনন খামারগুলিতে সহকারী পরিচালক পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে এবং ৩১ মে ১৯৯০ তারিখে প্রার্থীদের বয়সসীমা ৩৫ বছর নির্ধারণ করে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য পাঁচ বছরের শিথিলতার বিধান রাখা হয়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে বয়স শিথিলতার ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নির্ধারিত ছিল না। পাঁচ বছরের এই নির্ধারিত শিথিলতাকে খামখেয়ালী এবং আইন-বহির্ভূত বলে বিরোধিতা করা হয়। দুই সদস্যের একটি বেঞ্চ বিজ্ঞপ্তিটি সমর্থন করে নিম্নরূপ রায় প্রদান করেনঃ

"৬)...নির্দিষ্ট কোনো পদের জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ, এবং যদি বয়সসীমা নির্ধারিত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে কতটুকু শিথিলতা দেওয়া যাবে, তা নির্ধারণ করা মূলত নীতিগত বিষয়। অতএব সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের প্রবিধান অনুসারে বিধি প্রণয়নের সময় সরকারের পক্ষে এমন বয়সসীমা নির্ধারণ করা বা কতটুকু শিথিলতা দেওয়া যাবে তা নির্ধারণ করা সম্পূর্ণভাবে বৈধ। এই সীমা নির্ধারণ বা শিথিলতার পরিমাণ নির্ধারণকে খামখেয়ালী বা অযৌক্তিক বলা যায় না। যেই ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে আবেদন করেছিলেন, তা ছিল ১৯৭৬ সালের পূর্ববর্তী বিধিমালার ওপর নির্ভর করে, যেখানে বয়সসীমা নির্ধারিত থাকলেও, শিথিলতার পরিমাণের ওপর কোনো সীমা নির্ধারিত ছিল না। যদি এই ধরনের ক্ষেত্রে খামখেয়ালিপনার অভিযোগ তোলা হয়, তবে সেটি হবে এমন পরিস্থিতিতে, যখন শিথিলতার ক্ষেত্রে কোনো ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়নি এবং শিথিলতার ওপর কোনো সীমা আরোপ করা হয়নি, যা শিথিলতার ক্ষমতা প্রয়োগে খামখেয়ালিপনার সৃষ্টি করতে পারে..."

(জোর দিয়ে বলা হয়েছে)

২৬) রমেশ চন্দ্র আগরওয়াল (উল্লেখিত) মামলায়, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এই আদালতের নির্দেশ অনুসরণ করে তাদের গবেষণাগার ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষকদের শোষণ সম্পর্কিত একটি প্রকল্প তৈরি করে। তাতে নির্ধারণ করা হয় যে, যোগ্য আবেদনকারীদের ২ মে ১৯৯৭ তারিখে ১৫ বছরের ধারাবাহিক গবেষণা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এই শর্ত শিথিল করার ক্ষমতা পরিচালকের ওপর ন্যস্ত করা হয়। যুক্তি দেওয়া হয় যে গবেষকদের নিয়মিত মেয়াদ সাধারণত ১৩ বছর, ফলে ১৫ বছরের শর্তটি আইন-বহির্ভূত ও খামখেয়ালী। এই যুক্তি উচ্চ আদালত গ্রহণ করে। আপিলে, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ উক্ত প্রকল্প এবং গবেষকদের জন্য প্রযোজ্য পথ বিশ্লেষণ করেন। আদালত লক্ষ্য করেন যে গবেষকদের জন্য ১৩ বছরের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত ছিল না, ফলে আদালত ১৫ বছরের শর্ত এবং কর্তনের তারিখকে বৈধ বলে গণ্য করেন। আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেনঃ

২৯) "রাষ্ট্র" কর্তনের তারিখ নির্ধারণের অধিকার রাখে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত কেবল তখনই বাতিল করা যেতে পারে, যখন তা খামখেয়ালী হয়। এর বৈধতা নির্ভর করে এই প্রশ্নের ওপরও—এটি যে উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হতে চাওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে এর কোনো যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক আছে কি না। ২-৫-১৯৯৭ তারিখটি প্রকল্প অনুযায়ী কর্তনের তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই তারিখ নির্ধারণের কারণ ছিল, এই দিনে এই আদালত আপিলকারীদের নিয়মিতকরণ প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছিল। তারা অন্য কোনো তারিখও নির্ধারণ করতে পারত। এমনকি তারা কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের রায় প্রদানের তারিখও নির্ধারণ করতে পারত। যেমনটি যথার্থভাবে প্যাটওয়ালিয়া মহাশয় যুক্তি তুলে ধরেছেন, ২-৫-১৯৯৭ তারিখকে কর্তনের তারিখ হিসেবে বেছে নেওয়ায় কোনো অবৈধতা সংঘটিত হয়নি। উপরিভিত্তিতে, একে খামখেয়ালী বলা যায় না।

৩০) তবে উচ্চ আদালত এই ভিত্তিতে এগিয়েছিল যে, কর্তনের তারিখ হওয়া উচিত ছিল বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ। এই বিষয়ে নিয়োগকর্তার পছন্দের সুযোগ রয়েছে। এই বিবেচনাকে খামখেয়ালী হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, তবে শুধুমাত্র কয়েকজন প্রার্থীর প্রতি সহানুভূতির কারণে উচ্চ আদালত অন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করতে পারে না, শুধুমাত্র এই কারণে যে তার মতে অন্য তারিখটি অধিক উপযুক্ত। আইনের দৃষ্টিতে সেটি প্রয়োজনীয় ছিল না। এই বিষয়ে আদালতের বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা থাকলেও তা সীমিত, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম কেবল তখনই বাতিল করা যেতে পারে, যখন তা খামখেয়ালী প্রমাণিত হয়। হতে পারে, এই ধরনের কর্তনের তারিখের কারণে কোনো কর্মী অল্পের জন্য তার সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে। এই ধরনের ঝুঁকি সকল চাকরিতেই থাকে। শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি কিছু ব্যক্তি বা কর্মচারী দলের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে, একে ভিত্তি করে অন্য একটি কর্তনের তারিখ নির্ধারণের নির্দেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।"

(জোর দিয়ে বলা হয়েছে)

২৭) উপরোক্ত রায়সমূহ এই বিরোধিতাের একটি সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করে। আবেদনকারীরা এবং আপিলকারী চাইছেন যে এই আদালত কর্তনের তারিখটি পেছনে সরিয়ে নিক, যাতে ৪৮ বছরের ঊর্ধ্বসীমা অর্জনের হিসাব করা যায়। এই ধরনের পদক্ষেপ অনুমোদনযোগ্য নয়। যুক্তির ত্রুটি বোঝাতে গেলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিধি ১২ অনুযায়ী সর্বনিম্ন বয়স ৩৫ বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স ৪৫ বছর নির্ধারিত হয়েছে (তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতির সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য ৪৮ বছর)। উক্ত বিধি অনুযায়ী, বয়সের সীমা নির্ধারিত হয় সেই বছরের জানুয়ারির প্রথম দিনকে ভিত্তি করে, যার পরবর্তী বছরে আবেদন আহ্বান করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। যদি আবেদনকারীদের ইচ্ছামতো সংশ্লিষ্ট তারিখটি পূর্ববর্তী কোনো সময়ে পেছানো হয়, তবে এটি সত্য যে, বিধি ১২ অনুযায়ী যারা ঊর্ধ্বসীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন, তারা তখন যোগ্য বিবেচিত হতে পারেন।

কিন্তু, মজার বিষয় হল—যদি তারিখটি পূর্ববর্তী সময়ে সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে তা এমন প্রার্থীদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যারা পূর্ববর্তী তারিখে ৩৫ বছরের ন্যূনতম বয়স অর্জন করেননি, কিন্তু বর্তমান বিধির অধীনে সেই বয়স অর্জন করবেন। আমরা এই দিকটি কেবল এই কারণে উল্লেখ করছি যে, একটি সাধারণ নীতির প্রয়োগে যে ব্যক্তিগত অসুবিধার ঘটনা অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটে, তার ওপর বিধির বৈধতা নির্ভর করতে পারে না। মূলত, কর্তনের তারিখ নির্ধারণ একটি নীতিগত বিষয়। বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদালত সেই কাজ নিজের হাতে তুলে নেয় না। এটি স্পষ্ট যে বিধি প্রণয়নের সময় সেই কাজটি সম্পাদন করার দায়িত্ব বিধি প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের।

২৮) আমরা বৈষম্যের অভিযোগে কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। কোনো আইনজীবী সাত বছরের চর্চা সম্পন্ন করেছেন কি না, তা নির্ধারণের জন্য কর্তনের তারিখ ধরা হয়েছে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। আর বয়স সংক্রান্ত শর্ত পূরণের জন্য কর্তনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে সেই বছরের জানুয়ারির প্রথম দিন, যার পরবর্তী বছরে আবেদন আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। উপর্যুক্ত উভয় কর্তনের তারিখ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত। সাত বছরের চর্চা সংক্রান্ত শর্ত সংবিধানের ২৩৩(২) অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্পর্কিত। ৪৫ বছর বয়সসীমা নির্ধারণ, অথবা সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৮ বছর বয়সসীমা নির্ধারণ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত বিবেচনাধিকার অনুযায়ী উচ্চতর বিচারিক সেবায় (এইচ. জে. এস.) নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসংক্রান্ত শর্ত নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

২৯) একই যুক্তিতে, উচ্চতর বিচারিক সেবা বিধিমালা এবং ন্যায়িক সেবা (ন্যায়িক সেবা নিয়ন্ত্রণকারী বিধিমালা) এর মধ্যে বাহ্যিক তুলনার ভিত্তিতে বৈষম্য বা খামখেয়ালিপনার কোনো অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। এই দুটি বিধিমালা ভিন্ন ভিন্ন কর্মপরিচালন শ্রেণির জন্য প্রণীত। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণকারী দুটি পৃথক বিধিমালার তুলনার ভিত্তিতে বৈষম্যের অভিযোগ আনা যায় না।

৩০) উপর্যুক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে আমরা ধরে নিচ্ছি যে বিধি ৮ এবং ১২ এর সাংবিধানিক বৈধতাকে বিরোধিতা জানানোতে কোনো যুক্তিসঙ্গততা নেই। আমরা পূর্বে উল্লিখিত রায়ে বিধি ৮ এবং ১২ কে সমর্থন করে উচ্চ আদালতের যুক্তির সঙ্গে একমত পোষণ করি।

৩১) বিকল্পভাবে, আবেদনকারীদের পক্ষে বলা হয়েছে যে, যেহেতু এই মামলাগুলোর বিচারাধীন অবস্থায় জারি করা অন্তর্বর্তী আদেশের ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাই আদালত সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে নির্দেশ দিতে পারে যাতে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

৩২) আমরা এই অনুরোধ গ্রহণ করতে অসমর্থ। একটি দিক হলো, এমন অন্যান্য প্রার্থীরা রয়েছেন যারা এই আদালতের দ্বারস্থ হননি, অথচ তারাও বয়সসীমা পূরণ করতে না পারার একই অবস্থায় ছিলেন। তদ্ব্যতীত, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যবহার করে কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থী দলকে বয়সসীমা লঙ্ঘনের অনুমতি দেওয়া, আমাদের মতে, শোভনীয় নয়, কারণ তা উত্তর প্রদেশ উচ্চতর বিচারিক সেবা সম্পর্কিত প্রযোজ্য বিধিমালার লঙ্ঘন ঘটাবে।

৩৩) আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সন্দীপ গুপ্ত বনাম এলাহাবাদ উচ্চ আদালত, রেজিস্ট্রার জেনারেলের মাধ্যমে মামলায় (তারিখ: ১৯ জুলাই ২০১৮) এই আদালতের আদেশটি বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যবহার করে, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ মন্তব্য করেছিলেন যে, উক্ত আদেশটি বিশেষ পরিস্থিতি ও ঘটনা বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা কোনো পূর্বমিশাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তদ্ব্যতীত, ওই মামলায় ফলাফল ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছিল, যা আদালতের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৪২ অনুচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

৩৪) বর্তমান মামলাগুলির পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে, আমরা কোনো হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা বা প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাচ্ছি না। আবেদনকারীদের অতীতে যথেষ্ট সুযোগ ছিল এইচ. জে. এস. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার, যখন তারা বয়সসীমার মধ্যে ছিলেন। সেই সুযোগ কাজে না লাগিয়ে, এখন আদালতের কাছে বিধিমালার শিথিলতা চেয়ে বা বিধিমালাকে বিরোধিতা জানিয়ে যে পদক্ষেপ তারা নিয়েছেন, তা বিভ্রান্তিকর ও অযৌক্তিক।

৩৫) উপরোক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে, আমরা মনে করি রিট পিটিশনসমূহ বা আপিলের মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই। সেই অনুযায়ী রিট আবেদনসমূহ এবং দেওয়ানি আপিল খারিজ করা হলো। তবে, কোনো পক্ষের ব্যয়ভার আরোপ করা হলো না।

নিধি জৈন **রিট আবেদন এবং আপিল খারিজ করা হল।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal